ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-III, January, 2026, Page No. 673-680
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.03W.257

স্বাধীন ভারতের শিখ পরিচিতির আন্দোলন: পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

শুক্লা মণ্ডল, *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.01.2026; Accepted: 20.01.2026; Available online: 31.01.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

A historic ethnolinguistic campaign in post-1947 India called the Punjabi Suba movement aimed to establish a province specifically for Punjabi speakers. The movement was closely linked to the Sikh community's struggle for political and cultural autonomy inside the Indian Union, even if its ostensible foundation was the idea of linguistic reorganisation. The nearly two-decade-long movement, which was spearheaded by the Shiromani Akali Dal, was marked by widespread demonstrations, acts of civil disobedience, and hunger strikes. When the conflict peaked in 1966, the central government was compelled to divide the pre-existing state of East Punjab. This resulted in the transfer of hilly areas to Himachal Pradesh, the creation of the present-day Punjabi-majority state of Punjab, and the Hindi-speaking state of Haryana. Beyond just redrawing maps, the movement established the current administrative and linguistic boundaries of Northern India and significantly altered the region's identity politics. With an emphasis on the Suba movement's historical evolution and sociopolitical relevance, this essay employs an analytical methodology and secondary sources.

Keywords: Khalistan, Suba Movement, linguistic, Reorganization, Sovereign Sikh state, Khalsa

পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট কার্যত স্বাধীনতা পূর্বেই শুরু হয়েছিল যখন মহম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিমদের জন্য ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবী করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে ১৯৫০-১৯৬০ এর দশকে যে বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে সবথেকে বেশি সমস্যার সৃষ্টি হয় সেটি হলো ভাষা। সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি এবং ইংরেজি ভাষাকে মূলত স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা এবং হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী বিভক্তিকরণ পাঞ্জাবের জনসংখ্যার আমুল পরিবর্তন করে।দেশভাগের পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে পাকিস্তানি পাঞ্জাবের জেলাগুলি থেকে হিন্দু এবং শিখরা ভারতে চলে আসে এবং একইভাবে মুসলিমরা পাকিস্তানে চলে যায়, এর ফলে ভারতের পাঞ্জাবে ঠিক সংখ্যা গরিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। এরপরে ৩ সালে সরকারের দুটি পদক্ষেপ শিখ রাজ্যের ধারণাকে জোরালো করে তুলতে সাহায্য করে। প্রথমত, PEPSU বা Patiala and East Punjab State Union এর গঠন দ্বিতীয়ত, পাঞ্জাবকে হিন্দি ও পাঞ্জাবি ভাষা নিয়ে দ্বিভাষী রাজ্য ঘোষণা করা। এখানে কোন গোপনীয়তা ছিল না যে পাঞ্জাবি সুবা পাঞ্জাবি ভাষা ও সাহিত্যকে ভিত্তি করে শিখরা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ

জনসংখ্যা গঠন করতে চেয়েছিল। আকালি দল State Reorganization Commission এর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঞ্জাবি সুবা বা পাঞ্জাবি ভাষী রাজ্য গঠনের জন্য তাদের মামলাটি পেশ করে এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য আন্দোলন শুরু করে। পরে State Reorganization Commission পাঞ্জাবি সুবার দাবিকে দুটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে প্রত্যাখ্যান করে। প্রথমত, কমিশন গুরুমুখী ভাষাকে হিন্দি থেকে ব্যাকরণগতভাবে আলাদা বলে স্বীকৃতি প্রদান করেনি। দ্বিতীয়ত, আন্দোলনে ওই অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ জনগণের সমর্থনের অভাব দেখা গিয়েছিল। কমিশনের দ্বারা পাঞ্জাবি ভাষার আলাদা মর্যাদার প্রত্যাখ্যান শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রচন্ড ক্ষুব্ধ করে তোলে। এবং আকালি দলের নেতৃত্বে বিভিন্ন আন্দোলন চলতে থাকে। 1965 সালে ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, যেখানে শিখরা প্রশংসনীয় অবদান গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় পার্লামেন্ট অবশেষে আকালিদের দাবি পাঞ্জাবী সুবাকে গ্রহণ করে এবং Punjab State Reorganization Bill এর অধীনে রাজ্যটি দ্বিখন্ডিত হয় সাথে দক্ষিণ হিন্দিভাষী সমতল জেলাগুলি নিয়ে হরিয়ানা নামে একটি নতুন রাজ্য গঠিত হয়। পাঞ্জাবি শুভ আন্দোলনের ইতিহাস দেখায় কিভাবে একটি ভাষা একটি গোষ্ঠীর পরিচিতি হয়ে উঠতে পারে।

একটি আদর্শ সার্বভৌম শিখ রাষ্ট্রের রাষ্ট্রের চিন্তাভাবনা থেকে শিখরা কখনোই খুব বেশি দূরে ছিল না। Khushwant Singh তার বই *'A History Of The Sikhs, Vol II'* তে লিখেছেন,

> "The ideal of a sovereign Sikh state has never been very far from the Sikh mind. Ever since the days of Guru Gobind Singh, Sikh congregations have chanted the litany raj karey ga Khalsa the Khalsa shall rule-at the end of their daily prayers; innumerable Sikhs gave their lives to achieve this ambition" (Singh 286)

পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলনের সৃষ্টি কার্যত স্বাধীনতা পূর্বেই শুরু হয়েছিল যখন মহাম্মদ আলি জিন্নাহ মুসলিমদের জন্য ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রের দাবি করে এর বিপরীতে পাল্টা দাবি হিসেবে শিখরা নিজেদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের দাবি তুলেছিল। শিখদের জন্য পৃথক আবাসভূমি (Homeland) এর দাবী প্রাথমিকভাবে মাস্টার তারা সিংয়ের নেতৃত্বে উত্থাপিত হয়েছিল (Suri 32)।

ভারতে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৫০-১৯৬০ এর দশকে যে বিতর্কিত বিষয়টি নিয়ে সব থেকে সমস্যার সৃষ্টি হয় সেটি হল ভাষা। দেশভাগের আগে পর্যন্ত সরকারি ভাষা হিসেবে হিন্দি বা উর্দু কোনটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে সেটি নিয়ে নানারকম তর্কবিতর্ক দেখা যায়। যখন বিভাজনের বাস্তবতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে, ১৯৪৬ সালে গণ পরিষদে এক ভোটের ব্যবধানে হিন্দুস্থানিরা হিন্দি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহন করার জন্য ভোট প্রদান করে। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতীয় ভাষা এবং সরকারি ভাষা নির্ধারিত হয় হিন্দি ও ইংরেজি এই দুটি ভাষার ওপর ভিত্তি করে, ভারতের সংবিধান প্রণেতারা ভারতের বেশিরভাগ প্রধান আঞ্চলিক ভাষাগুলিকে সংবিধানিক মর্যাদা প্রদান করেছিলন। কিন্তু সরকারি ভাষা হিসেবে যে ভাষাটিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল সেটি মূলত প্রভাবশালী উত্তর ভারতীয় হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠদের ভাষা। যদিও সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ভাষা হিন্দির পাশাপাশি সহবস্থান করেছিল (Deol 179-180)।

সারা রাষ্ট্রব্যাপী ভাষাগত গোষ্ঠীগুলোর পৃথক রাজ্যের জন্য আন্দোলনের ফলস্বরূপ ১৯৫৬ সালে ভাষাগত সীমানা অনুসারে রাজ্যগুলির ব্যাপক পুনর্নির্মাণ ঘটে। শুধুমাত্র পাঞ্জাবি, সিন্ধি এবং উর্দূ এই তিনটি ভাষা রাজ্য গঠনের জন্য বিবেচিত হয়নি। ১৯৫০ সালের আগস্টে এই কারনটাই আকালি দলকে তার প্রথম বড় আন্দোলনের সূচনা করতে প্ররোচিত করে; যা প্রায় দুই দশকের বেশী সময় ধরে চলে (Deol 180)। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীনতা এবং হিন্দু ও মুসলিম সংখ্যগরিষ্ঠ এলাকার ভিত্তিতে ভারত ও পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী

বিভক্তিকরণ পাঞ্জাবের জনসংখ্যার গঠনের আমুল পরিবর্তন করে। দেশভাগের পরবর্তী সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হলে পাকিস্তানি পাঞ্জাবের পশ্চিমাঞ্চলীয় জেলাগুলির সমগ্র হিন্দু ও শিখ জনগোষ্ঠী ভারতে চলে আসে এবং একইভাবে পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলমানরা, পাকিস্তানে চলে যায় (Kapur 208)। পাঞ্জাব প্রদেশের উভয় পাশে দুই মিলিয়ন শিখের সমানভাবে বসবাস ছিল যাদের অর্ধেক ভারতে এবং অর্ধেক পাকিস্তানে চলে যাবে বলে ঠিক হয় (Deol 180)। ১৯৪৭ সালে দেশত্যাগের ফলে শিখরা মহারাজা রঞ্জিত সিং এর রাজধানী লাহোর এবং গুরু নানকের জন্মস্থান নানকানা সাহেব এর সাথে সাথে ১৫০ টি ঐতিহাসিক উপাসনালয় হারায় এবং এর সাথে তাদের অনেক সমৃদ্ধশালী উর্বর জমি ও পরিত্যাগ করতে হয়। ভারতীয় পাঞ্জাব ১৯ টি জেলার মধ্যে ১৩ টি পেয়েছে যার পরিমাণ সমগ্র পাঞ্জাবের মাত্র ৩৮ শতাংশ ভূমি। দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তুদের ব্যাপক অভিবাসন ভারতীয় পাঞ্জাবের সাম্প্রদায়িক গঠনকে উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তন করে এবং পাঞ্জাব দুটি মুখ্য সম্প্রদায়ের প্রদেশে পরিণত হয়। মুসলিমদের বাস্তুচ্যুতি হিন্দুদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বৃদ্ধি করে এবং শিখরা ভারতীয় পাঞ্জাবে একটি ছোট বিক্ষিপ্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হয়। (Deol 181)। ১৯৪১ সালে অবিভক্ত পাঞ্জাবে সমগ্র জনসংখ্যার হিন্দু ছিল ২৬ শতাংশ এবং শিখ ছিল ১৩ শতাংশ কিন্তু দেশভাগের পর ১৯৫১ সালে পাঞ্জাবের জনসংখ্যার পরিসংখ্যান দাঁড়ায় ৬১ শতাংশ হিন্দু এবং ৩৫ শতাংশ শিখ (Kapur 208)।

এই দেশভাগ একটি নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, মুসলিম সম্প্রদায়ের ফেলে যাওয়া জমি সম্পত্তির অধিগ্রহণের জন্য হিন্দু এবং উদ্বাস্তু শিখদের মধ্যে বিদ্বেষ তৈরি হতে থাকে। শিখ কৃষকেরা পুনর্বাসনের লোনের ক্ষেত্রে হওয়া প্রশাসনিক বিলম্বের কারণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এর মধ্যে থেকে পশ্চিম পাঞ্জাবের ব্যবসায়িক শ্রেণী সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দেশভাগের ফলে তারা পুঁজি হারিয়ে ফেলেছিল এবং এখানে সেরকম কোন মুসলিম ব্যবসায়ী ছিল না যাদের স্থান তারা গ্রহণ করতে পারত এবং সরকার তাদের অর্থ প্রদান করার মতন পরিস্থিতিতে ছিল না, সরকার এই পরিস্থিতিতে যথার্থ পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি যা শিখ সম্প্রদায় ও গভর্মেন্টের মধ্যে তিক্ততা তৈরি করে (Singh 289)। Khushwant Singh তার বই '*A History Of The Sikhs, Vol II*' -এ লিখেছেন,

> "Sikh trading classes of western Punjab were more severely hit. Their capital was lost. There were no Muslim traders in east Punjab whose place they could take, and the government was not in a position to give them enough money to restart their businesses. Too proud to beg, their pride did not prevent them from being extremely bitter with a government..." (Singh 290).

১৯৪৮ সালে সরকার দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা এই শিখ রাজ্যের ধারণাকে জোরালো করে তোলে (Singh 290)। স্বাধীনতা পরবর্তী পাঞ্জাবের শহুরে এবং গ্রামীণ জনসংখ্যার বিন্যাস এমন ভাবে ছিল যে হিন্দু জনসংখ্যা মূলত শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত ছিল যার ফলে ১৯৪৮ সালের পাঞ্জাব আবার দুটি প্রশাসনিক ইউনিটে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ছোট শিখ রাজ্যগুলিকে একত্রিত করে PEPSU বা Patiala and East Punjab State Union গঠিত হয় যেখানে শিখ সম্প্রদায় এবং হিন্দুরা প্রায় সংখ্যায় সমান ছিল ৪৯.৩ শতাংশ এবং ৪৮.৮ শতাংশ (Deol 181)। PEPSU এর রাজপ্রমুখ হিসেবে Yadavendra Singh ছিলেন ও মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন Gian Singh Rarewala। শিখ রাষ্ট্রকে বাস্তবে পরিণত করতে, শুধু প্রয়োজন ছিল পূর্ব পাঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা গুলিকে PEPSU এর সাথে সংযুক্ত করানো (Singh 290)।

১৯৫৭ সালে সরকারের দ্বিতীয় পদক্ষেপ শিখদের সেই অজুহাতটি প্রদান করেছিল যার জন্য তারা এতদিন অপেক্ষারত ছিল। পাঞ্জাবি ভাষা ও হিন্দি ভাষা নিয়ে পাঞ্জাবকে দ্বিভাষী রাজ্য ঘোষণা করা হয় (Singh 290)। শিখরা দ্রুত ভাষাগত সমস্যা নিয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করে। তারা যুক্তি প্রদান করে যে শুধুমাত্র হরিয়ানা

ব্যতীত পাঞ্জাবের ভাষা হল পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবের অধিকাংশ সাহিত্য ছিল (সুফিদের রচনা ব্যতীত) গুরুমুখী লিপিতে। অতএব হরিয়ানা, যেটি একটি অনুৎপাদনশীল বালুকাময় এলাকা যেটি ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের শেষে পাঞ্জাবের সাথে যুক্ত হয়েছিল সেটাকে পাঞ্জাবের থেকে পৃথক করা উচিত এবং তার পূর্বের হিন্দিভাষী এলাকার সাথে সংযুক্ত করা উচিত। পাঞ্জাবে পাঞ্জাবি গুরমুখী লিপিতে একমাত্র পাঞ্জাবী ভাষাকে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। এখানে কোন গোপনীয়তা ছিল না যে পাঞ্জাবি সুবা পাঞ্জাবি ভাষা ও সাহিত্যকে ভিত্তি করে শিখরা সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যা গঠন করতে চেয়েছিল। Khushwant Singh তার বই *A History Of The Sikhs, Vol II* তে বলেছেন "The demand for the Suba was in fact one for a Sikh majority state; language was only the sugar-coating." (Singh 292). এরপরে তেলুগু ভাষী মানুষদের জন্য অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের সৃষ্টি এবং মারাঠি ভাষীদের জন্য পৃথক রাজ্যের দাবী শিখ সুবা আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করে তোলে (Singh 291-292)।

১৯৪৬-১৯৪৭ সালে মুসলিম জনসংখ্যার দেশত্যাগের ফলে উর্দূ ভাষার মর্যাদা আর পাঞ্জাবের প্রধান সমস্যা ছিল না নতুন করে যেটি নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হয় সেটি হল পাঞ্জাবি ভাষার মর্যাদা নিয়ে। আকালি দল ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত State Reorganization Commission এর কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পাঞ্জাবি সুবা বা পাঞ্জাবি ভাষী রাজ্য গঠনের জন্য তাদের মামলাটি পেশ করে। আকালি দল পাঞ্জাব, PEPSU এবং রাজস্থানের পাঞ্জাবি ভাষী অঞ্চলগুলির একত্রীকরণের জন্য আবেদন করে পাঞ্জাব ও PEPSU এর হিন্দিভাষী অঞ্চলগুলি প্রতিবেশী হিন্দিভাষী অঞ্চলগুলির সাথে একীভূত হওয়ার কথা বলে। আকালি দল এ প্রসঙ্গে যুক্তি প্রদান করে যে, একটি একভাষী রাজ্যে নিজ ভাষাতে শিক্ষা প্রদান প্রশাসনের উন্নতিতে সহায়ক হবে এবং পাঞ্জাবি সংস্কৃতির বিকাশ সাধনে সাহায্য করবে (Deol 181)। আকালি দল পাঞ্জাবিভাষী রাজ্য গঠনের দাবিকে বা পাঞ্জাবি সুবাকে একটি ভাষাগত সমস্যা হিসেবে তুলে ধরে। যদিও মৌলিক সমস্যাটি ভাষাগত ছিল না প্রশ্নটি ছিল একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার এবং দাবির। ১৯৫১ সালে পাঞ্জাবের মোট জনসংখ্যার ৬২.৩ শতাংশ হিন্দু এবং ৩৫ শতাংশ শিখ ছিল। উপনিবেশিক ভারতে শিখদের সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব ভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শিখদের প্রতিনিধিত্ব কে সুনিশ্চিত করে কিন্তু স্বাধীন ভারতে পৃথক সম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের (communal represtation) বিলুপ্তি পৃথক সত্ত্বা হিসেবে শিখদের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে আকালিদের উদ্বেগকে বাড়িয়ে তোলে। আকালি দল একটি হিন্দু অধ্যুষিত সমাজে তাদের ভাষা ও ধর্মকে রক্ষা করতে চেয়েছিল এবং শুধুমাত্র সংখ্যালঘু হিসেবে যৎকিঞ্চিৎ রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধার প্রত্যাশা আকালিদের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করে। এইভাবে ভাষার বিতর্ক একটি বহু জাতিগত রাষ্ট্রের (multi-ethnic state) সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ক্ষমতার পুনর্গঠন এবং স্বীকৃতি দানের অভীষ্ট লক্ষ্য হয়ে ওঠে (Deol 182)।

বিভাজন পরবর্তী সময়ে আর্য সমাজের প্রচারকরা পাঞ্জাবি ভাষাকে সরকারি ভাষা হিসেবে গ্রহণের বিরোধিতা করেছিলেন। আর্য সমাজের প্রচারকরা হিন্দুদের মধ্যে হিন্দি ভাষা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং পাঞ্জাবি হিন্দুদের তাদের মাতৃভাষা হিসেবে পাঞ্জাবি ভাষা কে প্রত্যাখ্যান করতে এবং নিজেদেরকে হিন্দিভাষী হিসেবে ঘোষণা করার জন্য একটি সফল অভিযান চালায় এর ফলস্বরূপ ১৯৫১ এবং ১৯৬১ এর জনগণনায় হিন্দুরা তাদের মাতৃভাষা হিন্দি ঘোষণা করে। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত রাজ্যের পাঁচ মিলিয়ন হিন্দুদের মধ্যে মাত্র অর্ধেকই পাঞ্জাবি কে তাদের মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করেছিল। হিন্দু সংগঠনগুলি আকালি দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে আনে যে শিখরা ভাষাকে ছদ্মবেশ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের জন্য একটি পৃথক রাজ্য তৈরি করার পরিকল্পনা করে, যেখানে শিখ সম্প্রদায়ের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বজায় থাকবে। এই দাবি পাঞ্জাবের শিখ

সম্প্রদায় এবং হিন্দুদের মধ্যে এবং আকালি দল ও কংগ্রেস সরকারের মধ্যে ক্রমাগত একটি বিতর্কের বিষয় হয়ে ওঠে (Deol 182-183)।

State Reorganization Commission যখন আকালিদের দাবি নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিল সেই সময় আকালি দল সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য একটি আন্দোলন শুরু করে। শিখদের সমাবেশ করার জন্য সরকারি চাকরিতে শিখদের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণ এবং শিখ ধর্মীয় বিষয়ে সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ আনা হয়েছিল (Kapur 212)।

১৯৫৪ সালে SGPC এর নির্বাচন আকালি দলকে একটি সুযোগ করে দেয়। আকালি দলের অপ্রতিরোধ্য বিজয় আকালি আন্দোলন কে তীব্রতর করে তোলে। আকালি জাটরা সুবার পক্ষে রাজনৈতিক বিক্ষোভ শুরু করে বিপক্ষ হিন্দুরাও প্রদর্শন করতে শুরু করে। উভয় পক্ষের নির্লজ্জ ভাবে সাম্প্রদায়িক স্লোগানের চিৎকার পরিবেশকে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনাপূর্ণ করে তোলে। পাঞ্জাব সরকার ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে রাজ্যের পুনর্গঠন সম্পর্কিত স্লোগানের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। জবাবে আকালি দল নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বা তীব্র আকালি অভিযানের মুখোমুখি হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে ১৯৫৫ সালের মে মাসে সরকার সেটা করতে অস্বীকার করার প্রতিক্রিয়ায় একটি নতুন আকালি অভিযান শুরু হয়। গোল্ডেন টেম্পল এর অভ্যন্তরে একটি বিশাল সমাবেশে তারা সিং ভাষণ দিয়ে তাদের সরকারি অত্যাচারের কাছে নতি স্বীকার না করার আহবান জানান (Kapur 212-213)।

আকালিরা যখন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে স্লোগান দিয়ে স্বর্ণমন্দির থেকে বেরিয়েছিল তখন তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাদের গ্রেপ্তারের ফলে বৃহত্তর আকালের সংগঠন শিখদের তাদের ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানায়। আকালিরা শিখদের নবম গুরু, তেগ বাহাদুরের শহীদ হওয়ার তারিখটিকে পাঞ্জাবি সুবা দিবস হিসাবে ঘোষণা করে। আকালিরা এই আন্দোলনে অসাধারণভাবে সফলতা অর্জন করেছিল সমস্ত প্রদেশ থেকে শিখ স্বেচ্ছাসেবকরা অমৃতস্বরে জোড়ো হয়েছিল। প্রায় দুই মাসের মধ্যে ১২০০০ শিখকে গ্রেফতার করা হয়েছিল (Kapur 213)।

এর মধ্যেই ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে State Reorganization Commission পাঞ্জাবি সুবার দাবিকে প্রাথমিকভাবে দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে প্রত্যাখ্যান করে। প্রথমত কমিশন তার রিপোর্টে পাঞ্জাবি ভাষা অর্থাৎ পাঞ্জাবি "গুরুমুখি" ভাষাকে হিন্দি থেকে ব্যাকরণগতভাবে বা স্থানিকভাবে (Spatially) আলাদা বলে স্বীকৃতি প্রদান করেনি। দ্বিতীয়তঃ আন্দোলনে ওই অঞ্চলে বসবাসকারী সাধারণ জনগণের সমর্থনের অভাব দেখা গিয়েছিল। পাঞ্জাবি হিন্দুরা এই পাঞ্জাবি ভাষী রাজ্য গঠনের বিরোধিতা করেছিল। কমিশনের দ্বারা পাঞ্জাবি ভাষার আলাদা মর্যাদার প্রত্যাখ্যান শিখ সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রচন্ড ক্ষুব্ধ করে তোলে। সর্দার হুকুম সিং, যিনি আকালি দলের সাথে সংযুক্ত ছিলেন লিখেছিলেন "While others got States for their languages, we lost even our language" (Deol 2000 185-186). মাস্টার তারা সিং সেই রিপোর্টের নিন্দা করে বলেন 'decree of Sikh annihilation' (Kapur 214)। শিখরা দাবি করে পাঞ্জাবি গুরুমুখি ভাষা একটি ব্যাকরণগত এবং আভিধানিকভাবে হিন্দি থেকে স্বতন্ত্র। আকালিরা দাবি করে প্রস্তাবিত পাঞ্জাবি সুবাই হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে কোন প্রশ্ন ছাড়াই দাবিটি মেনে নেওয়া হতো। প্রাথমিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করে কারণ এতে প্রদেশে হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠতা হ্রাস পাবে (Deol 184)।

সরকারের সাথে এই ইস্যু নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। আকালি দল এবং সরকারের মধ্যে আলোচনাকে Regional formula বলা হয়। এরমধ্যে PEPSU কে পাঞ্জাবের সাথে সংযুক্ত করার কথা বলা হয়েছিল কিন্তু হিমাচল প্রদেশের সিংহভাগ হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাটিকে পৃথক সত্তা হিসেবে অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিল।

কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে দুইবার এই আন্দোলনের অবসান করা হয় (Deol 2000)। আপাতদৃষ্টিতে একটি নিষ্পত্তিতে পৌঁছেও আকালি দল ১৯৫৯ সালের SGPG এর নির্বাচনের সময় নতুন করে পাঞ্জাবে সুবার জন্য দাবি তোলে। SGPG এর প্রথম জেনারেল মিটিংয়ে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। যেখানে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় 'The only solution of the linguistic trouble in the Punjab is to bifurcate Punjab on the basis of Punjabi and Hindi' (Kapur 214).

আকালি দল একটি অভিযানের প্রস্তুতি নেয় যেখানে "shahidi" অর্থাৎ শহীদ জাটদের সংগঠিত করে তাদের নিয়ে স্বর্ণ মন্দিরের ভেতর ধর্মীয় শপথ গ্রহণ করিয়ে পাঞ্জাবি সুবা গঠনের জন্য তাদের দিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করার পরিকল্পনা করে যাতে তারা সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। এই উদ্দেশ্যের জন্য তারা শিখদের সতর্ক করে পোস্টার জারি করে বলে হিন্দুরা তাদের ধ্বংস করতে চাই এবং তাদের ধর্মযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে বলা হয়। পাঞ্জাব সরকার এই নতুন অভিযানের ক্ষেত্রে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে তারা সিং এবং অন্যান্য আকালি নেতাদের গ্রেফতার করে এবং তাদের সাম্প্রদায়িক প্ররোচনাকে উস্কানি দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করে। হাজার হাজার শিখ আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তারের পর আকালি প্ররোচনা ক্রমশ ক্ষয় হতে শুরু করে (Kapur 214-215)।

১৯৬০ সালে আকালি দল এই আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে পৌঁছায়। তারা সিং স্বর্ণমন্দিরে শপথ গ্রহণ করে এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত নিজের অনশন শুরু করেন। তারা সিং দাবি করেছিলেন যে সরকার পাঞ্জাবী সুবা গঠনের দাবি মেনে নেবে এবং আকালিদের অভিযোগের ভিত্তিতে শিখদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করবে। তারা সিং এর অনশনের শুরুর সাথে সাথে শিখদের মধ্যে তার জন্য প্রচুর সমাদর শুরু হয় এবং আকালি নেতার মৃত্যু হলে তার পরিণতি সম্পর্কে গুরুতর সতর্কতা জারি করা হয় (Kapur 214-215)।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু পার্লামেন্টে আকালিদের দাবিকে একটি সাম্প্রদায়িক দাবি বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু তিনি সরকারি চাকরিতে শিখদের বিরুদ্ধে বৈষম্যকে নিয়ে আকালিদের অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি কমিশন নিয়োগে সম্মত হন। ৪৩ দিন পর তারা সিং তার অনশন শেষ করে এবং একটি আকালি অভিযান যেখানে ২৬০০০ শিখ গ্রেপ্তার হয়েছিল তা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। গভর্নমেন্ট আকালিদের শিখদের বিরুদ্ধে বৈষম্যের অভিযোগের তদন্তের জন্য একটি কমিশন গঠন করে; কিন্তু উল্লেখযোগ্য ভাবে আকালি দল কমিশনের কাছে কোনরকম সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে নাকচ করে (Kapur 215-216)।

এর মধ্যেই আকালি নেতাদের মধ্যে কৌশল এবং কার্যপ্রণালী নিয়ে অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যের কারণে মাস্টার তারা সিংকে তার একজন লেফটেন্যান্ট জাট শিখ সন্ত ফতহ সিং পদচ্যুত করে। ১৯৬৫ সালে ফতহ সিং SGPC (Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee) এর ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করতে সফল হন। আকালি দলের শক্তি এবং সাফল্য SGPC এর বিপুল সম্পদ গুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল ছিল যা তাদের শিখ রাজনৈতিক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে একটি ভিত্তি প্রদান করে (Deol 185-187)।

এর পরবর্তীকালে সন্ত ফাতহ সিং ঘোষণা করেন তিনি পাঞ্জাবি সুবার জন্য আরো একটি অনশন করবেন। কিন্তু ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধের কারণে তার এই অনশন স্থগিত হয়ে যায় (Kapur 216)। এরমধ্যে জহরলাল নেহেরুর মৃত্যু কেন্দ্র সরকারের নতুন নেতাদের নিয়ে আসে, যারা আঞ্চলিক দাবি গুলির প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল ছিল। ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, যেখানে শিখরা প্রশংসনীয় অবদান গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে ভারতীয় পার্লামেন্ট অবশেষে আকালিদের

দাবি পাঞ্জাবি সুবাকে গ্রহণ করে। ১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে পাঞ্জাব রাজ্য পুনর্গঠনের অধীনে (Punjab State Reorganization Bill) রাজ্যটি দ্বিখন্ডিত হয়। দক্ষিণ হিন্দিভাষী সমতল জেলাগুলি নিয়ে হরিয়ানা নামে একটি নতুন রাজ্য গঠিত হয় এবং পাঞ্জাবের উত্তরে অন্যান্য হিন্দিভাষী পার্বত্য জেলাগুলিকে প্রতিবেশী হিমাচল প্রদেশের সাথে একীভূত করা হয় এবং অবশিষ্ট পাঞ্জাবি ভাষী অঞ্চল গুলি নিয়ে পাঞ্জাব নামে একটি নতুন রাজ্য গঠিত হয় (Deol 187)।

এইভাবেই ৫৪ শতাংশ শিখ এবং ৮৮ শতাংশ হিন্দু নিয়ে নতুন রাজ্য পাঞ্জাবি সুবা তৈরি করা হয়। ১৯৫০ সালে লাহোরের পরিবর্তে একটি নতুন শহর চন্ডিগড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল যেটি পরিকল্পনা করেছিলেন ফরাসী স্থাপত্য শিল্পী Le Corbusier, এই নতুন শহর চন্ডিগড়কেই হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের যৌথ রাজধানী ঘোষণা করা হয় (Deol 187-188)।

পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল শিখ নেতৃত্ব। আকালি দল স্বাধীন শিখ সত্ত্বাকে রক্ষা করার জন্য শিখদের একটি পৃথক রাজনৈতিক মর্যাদাকে অপরিহার্য হিসাবে দেখেছিল। আকালি নেতা মাস্টার তারা সিং ১৯৪৫ সালে উল্লেখ করেছিলেন "There is not the least doubt that the Sikh religion will live only as long as the panth exist as an organized entity." (Deol 189)

আকালি দল নিজেকে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন খালসাপন্থ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, যেটি তার শিখ নির্বাচনী এলাকার মানুষের আনুগত্য অর্জন করে। পরবর্তীকালে এটা বলা হয় এই পন্থটি শিখ ধর্মের সাধারণ আদর্শের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণের প্রশ্নে আকালি দল দাবি করে যে শিখ সম্প্রদায়ের একক রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করা শিখ ধর্মের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য (Deol 189)।

একটি সম্প্রদায় হিসেবে শিখদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ শিখ ধর্মীয় ভাবাদর্শের মধ্যে নিহিত ছিল কারণ গুরু গোবিন্দ সিং তার ধর্মীয় অনুসারীদের একটি রাজনৈতিক সম্প্রদায়ে সংঘটিত করার জন্য খালসা পন্থ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এছাড়া তিনি প্রথম গুরু নানকের প্রণীত মতবাদে খুব কমই অন্য কোন পরিবর্তন করেছিলেন। এইভাবে আকালি নেতৃত্ব শিখ ইতিহাস এবং ঐতিহ্যকে প্রবল করে এবং তাদের কর্তৃত্বকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৈধ করার জন্য চেষ্টা চালাই। আকালি নেতারা বিশ্বাস করতেন যে একটি স্বাধীন সত্তা রক্ষা করার জন্য শিখদের রাজনৈতিক সুবিধা প্রদান অপরিহার্য আর এটা তখনই সম্ভব যখন শিখদের একটি আঞ্চলিক ইউনিট (territorial unit) থাকবে যেখানে তাদের প্রভাবশালী জনসংখ্যা থাকবে (Deol 189-190)।

পাঞ্জাবি সুবার সাফল্যের পর আকালি দল শাসকদল হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং নির্বাচনী রাজনীতিতে একটি নতুন পর্ব শুরু হয়। শিখ সম্প্রদায় আকালি দলের বিভিন্ন আন্দোলন গুলোই জোরালো সমর্থন প্রদর্শন করছিল। তবে শিখদের নির্বাচন সমর্থন শুধুমাত্র আকালি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। শিখরা সাম্প্রদায়িকতাকে একচেটিয়া ভাবে ভোট দেয়নি (Deol 190)। কংগ্রেস পার্টির বিভিন্ন শক্তিশালী ক্ষমতার আসনে অনেক শিখ কর্মী অধিষ্ঠিত ছিল যারা শিখ ভোটারদের সহযোগিতায় আকালি দলের একটি শক্তিশালী প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিল। এইভাবে পুনর্গঠিত পাঞ্জাবের প্রথম নির্বাচনে কংগ্রেস দল আকালি দলের চেয়ে বেশি শিখ বিধায়ক নির্বাচন করতে সফল হয়। কংগ্রেস পার্টির এই আন্ত-সাম্প্রদায়িকতা (cross-communal) অনুসরণের ফলস্বরূপ আকালি দল ১৯৬৭-১৯৮০ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব বিধানসভায় পাঁচটি নির্বাচনে মোট ভোটের ৩০ শতাংশের বেশি ভোট পেতে সক্ষম হয়নি। আকালি দলকে শিখদের নির্বাচনী সমর্থনের জন্য কংগ্রেস পার্টির সাথে যথেষ্ট প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিত পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে আকালি দল ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়। ১৯৮০ সালে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নির্বাচনে কংগ্রেস ১৩ টি আসনের মধ্যে ১২ আসনে জয় লাভ করে। এতেই পাঞ্জাবের ভোটারদের কাছে কংগ্রেস পার্টির গ্রহণযোগ্যতা বেশী সেটা

প্রমানিত হয়। পাঞ্জাবি সুবা গঠনের পর থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত আকালি দল শুধুমাত্র জোট সরকার গঠন করেই ক্ষমতায় আসতে পেরেছে। পাঞ্জাবের পুনর্গঠনের পর প্রথম নির্বাচনে আকালি দল জনসংঘ এবং কমিউনিস্ট পার্টির সাথে জোটবদ্ধ হয়ে একটি জোট সরকার গঠনে সফল হয়। জনসংঘ পার্টি আর্য সমাজের রাজনৈতিক দল হিসেবে ১৯৫২ সালে তৈরী হয়েছিল। ১৯৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে শুধুমাত্র জনসংঘের সহায়তায় আকালি দল ক্ষমতায় আসে (Deol 190-191)।

পরিশেষে বলা যায়, পাঞ্জাবের দলীয় রাজনীতির ইতিহাস পষ্ট ভাবে দেখায় যে প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন রাজনীতি সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে একত্রিত হওয়ার অনুমতি দেয়। উল্লেখযোগ্য ভাবে বলা যায় ভারতীয় সংসদীয় ব্যবস্থা আন্ত সাম্প্রদায়িক সহযোগিতাকে সহজতর করেছে।এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় পাঞ্জাব মামলাটি আলোকিত করেছে যে কিভাবে রাজনৈতিক দলগুলি, তাদের ক্ষমতার সন্ধানে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় সহযোগিতা করে শিখ ও হিন্দুদের একটি সাধারন রাজনৈতিক পরিসরে নিয়ে এসেছিল। শুধুমাত্র একটি শিখ অধ্যুষিত অঞ্চল আকালিদের জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা, নিশ্চিত করতে পারেনি। যার ফলে আকালি দলকে হিন্দুদের কাছে আবেদন করতে হয়েছিল তার রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তারের জন্য এবং অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জোট গঠন করেই একমাত্র ক্ষমতায় আসতে সক্ষম হয়েছে (Deol 191)।

SGPG এর ওপর আকালি দলের নিয়ন্ত্রণ পাঞ্জাবের রাজনীতিতে আকালি দলকে একটি ক্ষমতাবান শক্তিতে পরিণত করেছে। আদমশুমারি কার্যক্রম পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক চেতনাকে তীব্র করে তুলেছিল এবং বিভিন্ন স্বার্থ-গোষ্ঠী গুলি আদমশুমারির ফলাফল কে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল। মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দু হিসেবে ঘোষণা করার জন্য মুসলিম সংগঠন গুলি এক ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই এবং হিন্দুদের আর্য সমাজ তাদের মাতৃভাষা হিন্দিকে মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা করার জন্য এক ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। হিন্দি-উর্দু বিতর্কে সবথেকে বেশি অবহেলিত হয় পাঞ্জাবি ভাষা কারণ হিন্দু ও মুসলিম পাঞ্জাবি ভাষাকে ত্যাগ করে। দেশ ভাগের সময় পাকিস্তানি পাঞ্জাব থেকে লক্ষ লক্ষ পাঞ্জাবিভাষী হিন্দু ও শিখদের আগমন সত্ত্বেও, ভারতীয় পাঞ্জাবের হিন্দি আন্দোলন ১৯৬১ সালের আদমশুমারিতে পাঞ্জাবিভাষী দের সংখ্যা কমিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করে। পাঞ্জাবি ভাষা হিন্দু মুসলিম এবং শিখদের ভাষা হওয়ার সত্ত্বেও এটি ক্রমশ শিখদের সাথেই পরিচিত হয়ে ওঠে।

পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলনের ইতিহাস দেখায় কিভাবে একটি ভাষা একটি গোষ্ঠীর পরিচিতি হয়ে উঠতে পারে। আমরা দেখেছি স্বাধীনতা পরবর্তী পাঞ্জাবে কিভাবে ভাষা হিন্দু ও অভিজাত শিখদের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতার লড়াই হয়ে ওঠে কারণ ভাষার মধ্যে ধর্মীয় অর্থ মিশে গিয়েছিল। এই ভাবেই পাঞ্জাবি সুবা আন্দোলন হিন্দু ও শিখদের মধ্যে ধর্মের ভিত্তিতে ভাষাগত পার্থক্যকে সুসংহত করেছে (Deol 191-192)।

গ্রন্থপঞ্জি:

1. Singh, Khushwant. *A History of the Sikhs: 1469-1839*. Vol I, Oxford University Press, 2023.
2. Singh, Khushwant. *A History of the Sikhs: 1839-2004*. Vol II, Oxford University Press, 2024.
3. Tully, Mark and Jacob, Satish. '*Amritsar Mrs Gandhi's Last Battle.*' Rupa Publication, 2023.
4. Deol, Harnik. '*Religion and Nationalism in India: The case of the Punjab.*' Routledge, 2000.
5. Kapur, Rajiv A. '*Sikh Separatism: The Politics of Faith.*' Allen & Unwin, 1986.
6. Suri, Aarti. Politics of Panjabi Suba Movement. 2015, Guru Nanak Dev University, unpublished PhD thesis.